জাইকার সঙ্গে বৈঠক ফিরহাদের

বর্জ্য থেকে সার উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবার উত্তরপাড়া, বৈদ্যবাটিতে হবে ল্যাবরেটরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: উত্তরপাড়া ও বৈদ্যবাটী পুর এলাকায় দু'টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি তৈরির সিদ্ধান্ত নিল কেএমডিএ। উত্তরপাড়া পুরসভা বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তৈরি সার উৎপাদন করে। কিন্তু সেই সার শুধুমাত্র উত্তরপাড়া এলাকাতেই বিক্রি হয়। এই সার বাইরে বাজারের সব অংশেই যাক, তার জন্য অনুমোদন পুর ও বাণিজ্যিক দপ্তর। সারের মান যাচাই করে দেখার জন্য এবার উত্তরপাড়ায় ল্যাবরেটরি তৈরি হবে। বৈদ্যবাটীতে যে ল্যাবরেটরি তৈরি করা হবে, সেখানেও জলের উপাদানের মান যাচাই করা হবে। মঙ্গলবার কলকাতা পুরভবনে পুরমন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম এমনটাই জানালেন। এদিন পুরভবনে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-র কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ফিরহাদসাহেব। ছিলেন উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবও। বৈঠকের পর পুরমন্ত্রী বলেন, উত্তরপাড়ায় যেভাবে বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে সার বা অন্যান্য জিনিস উৎপাদন হচ্ছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু জঞ্জাল পৃথকীকরণে (পচনশীল ও অপচনশীল) একটা সমস্যা ছিল। যে কারণে তিনি এদিন বৈঠক ডেকেছিলেন। জাইকার তিন প্রতিনিধি তাকাহিরো কাইজাই, মাসাহিরো সাইতো ও কাজুয়া ওকাও-এর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন।

পুরমন্ত্রী বলেন, ২০০৫ সালে হুগলি জেলার উত্তরপাড়া সহ লাগোয়া ৬টি পুরসভায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে উত্তরপাড়া পুরসভা যেভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। পৃথকীকরণে যে সমস্যা হচ্ছিল, তা মেটানোর জন্য উত্তরপাড়ার চেয়ারম্যানকে মাথায় রেখে বাকি পাঁচটি পুরসভার চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হল। এই কমিটি দেখবে, কোথায় সমস্যা হচ্ছে, কীভাবে পৃথকীকরণ করলে আরও মসৃণভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, এই ধরনের বিষয়গুলি। এছাড়াও কেএমডিএ'র সিইও'র অধীনেও এই দু'টি পুরসভাকে রেখে একটি কমিটি গড়া হল। দূষণ, বর্জ্য, জঞ্জাল অপসারণ প্রক্রিয়া, যন্ত্রপাতি সহ বিভিন্ন বিষয় এই কমিটি দেখবে বলে পুরমন্ত্রী জানান। পাশাপাশি, এই কমিটি তাঁকে জঞ্জাল অপসারণ সম্পর্কে নানা প্রস্তাবও দেবে বলে তিনি জানিয়েছেন। দিলীপ যাদব বলেন, জঞ্জাল পৃথকীকরণে কিছু জায়গায় সমস্যা হচ্ছিল। আশা করছি, এদিনের বৈঠকের পর তা সমাধান হবে।

বর্তমানে এই দু'টি পুরসভাকে থেকে যা জঞ্জাল তোলা হয়, তার মধ্যে পচনশীল আবর্জনাকে উত্তরপাড়া মাখলায় নিয়ে যাওয়া হয়। অপচনশীল আবর্জনাকে নিয়ে যাওয়া হয় বৈদ্যবাটী দীর্ঘাঙ্গিতে। সেখানেও আবার পৃথকীকরণের কাজ চলে। জাইকা এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় প্রায় ১২৯ কোটি টাকা দিয়েছে। সূত্রের খবর, জাইকার তরফে দাবি করা হয়েছে, যে পরিমাণ জঞ্জাল পৃথকীকরণ করা হচ্ছে বা সার উৎপাদন হচ্ছে, তা আরও বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে জাইকার তরফে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার আশ্বাসও এদিন জাপ প্রতিনিধি দলের তরফে দেওয়া হয়েছে পুরমন্ত্রীকে। মন্ত্রীর কথায়, কলকাতায় জঞ্জাল অপসারণ প্রক্রিয়া নিয়েও সবিস্তার প্রশংসা করেছেন এই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তবে এখন জাইকা উত্তরপাড়া সহ দু'টি পুরসভার এই প্রকল্পটির উপরই বেশি জোর দিচ্ছে।